বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭

(২০১৭ সনের ১৯ নং আইন)

কৃষি ও কারিগরি গবেষণার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য Bangladesh Rice Research Institute Act, 1973 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কৃষি ও কারিগরি গবেষণার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য Bangladesh Rice Research Institute Act, 1973 (Act No. X of 1973) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(২) "কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৩) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৭) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Bangladesh Rice Research Institute Act, 1973 (Act No. X of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ও কেন্দ্র

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় গাজীপুর জেলায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা;

(৩) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের নূতন জাত ও প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনী এবং উক্ত বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এলাকা নির্ধারণ ও স্কিম গ্রহণ করা;

(৪) ধান উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির উপর সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক ও দেশি-বিদেশি গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৫) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা;

(৬) বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাবলি সম্পর্কে মত বিনিময় এবং ধানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উদ্ভাবনের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

(৭) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় ধান গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৮) ধান গবেষণায় জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধ এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, ঠাণ্ডা ও তাপসহ

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত ও ধান উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

(৯) ধানের জার্ম প্লাজম (germ plasm) সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও মেধাসত্ত্ব নিশ্চিত করা;

(১০) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি, সাপ্লাই ও ভ্যালুচেইন এবং অর্থ-আসামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;

(১১) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাতসমূহের দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিডার বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা;

(১২) ধান গবেষণা, শিক্ষা ও সম্প্রসারণে আইসিটি এর প্রয়োগ করা;

(১৩) স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ধানের জাত ও প্রযুক্তি যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করা;

(১৪) ধান গবেষণা সংক্রান্ত মনোগ্রাফ, বুলেটিন, শস্য-পঞ্জিকা ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;

(১৫) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং

(১৬) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন

৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয় তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে, কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

বোর্ড গঠন

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মহাপরিচালক, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর একজন পরিচালক;

(ছ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ধান গবেষণার সহিত সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের একজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউট বহির্ভূত দুইজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, যাহাদের একজন সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যজন ইনস্টিটিউটের বৈশিষ্ট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে বিজ্ঞানী হইবেন;

(ঝ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের একজন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হইবেন; এবং

(ঞ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, তাহাদের জ্যেষ্ঠ পরিচালক একজন বোর্ডের সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) হইতে (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউট উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং মনোনীত কোন সদস্য সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

বোর্ডের কার্যাবলি

৮। বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(২) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৩) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৪) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(৫) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৬) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৭) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন;

(৮) ফেলোশিপ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন;

(৯) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন;

(১০) প্রকল্প অনুমোদন।

বোর্ডের সভা

৯। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড প্রতি ৪(চার) মাস পর পর সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা বোর্ডের সভা আহবান করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক, তাহাদের মধ্য হইতে, মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

মহাপরিচালক

১০। (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি -